ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী,
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আবেদা সুলতানা*

Participation of women in political and administrative decision making : Bangladesh contex. Abeda Sultana

Abstract. The article is a research study to identify the extent and nature of participation of women in political and administrative decision making bodies. Five parameters Viz. political parties, parliament, cabinet, top administration and union parishad have been selected to analyze the present situation and suggest future course of action. The Constitution of Bangladesh permits to special measures to ensure women's participation in all walks of public life. But, Bangladesh is still a male dominated country where women's special needs are hardly reflected in the national policies of the country. The major reasons which work as barriers to increasing women's decision making roles in Bangladesh are restriction on free movement of women, multiple roles of women in the family, lack of eductation, economic dependence and most importantly absence of a democratic and secular social structure. The present regime has attempted to break the tradition and engage women ministers in productive sectors such as agriculture, environment and education. Another positive change is participation of women in the Union Parishad through direct election. This is definitely a departure from passivity to activity for women at the grassroots level.

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল জনগণের সার্বিক কল্যাণেই পরিচালিত। আর জনগণ অর্থ্যাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সমান অংশীদার। ফলে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধিকার, যা নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে সব ক্ষমতা সম্পর্ক নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসকল বাধা দূরীভূত হবে, অথ্যার্ৎ নারীর ক্ষমতায়ানের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হবে এবং এ ব্যবস্থাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও গণতন্ত্রকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে।

রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গুণগত মান অর্জন করবে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হলো রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান অংশগ্রহণ শুধু সাধারণ ন্যায়বিচার বা গণতন্ত্রের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বরং নারীর স্বার্থরূপে বিবেচনা করার মতো একটি প্রয়োজনীয় শর্তও বটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জিত না হলে সরকারী নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সমতা আনা সম্ভব কি না তাতেও বেশ সন্দেহ আছে। এ কারণে রাজনৈতিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নারীর অগ্রগতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা না হলে ক্ষমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন বিষয়টি নারীর সার্বিক অবস্থানের উন্নয়নের সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস নেয়া হলো।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের বর্তমানে চালচিত্র অনুসন্ধানই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দল আইনসভা, মন্ত্রীসভা, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় অর্থ্যাৎ ইউনিয়ন পরিষদে কী পরিমাণ নারী প্রতিনিধিত্ব করছে

তার একটি বিশ্লেষণমূলক চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

ক) নারী উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশের সচেতন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততার প্রকৃতি; খ) বাংলাদেশের নারী সমাজ রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কী রূপ ভূমিকা রাখছে; এবং গ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তথা উন্নয়নের জন্য এটা কতটা জরুরী।

গবেষণা কর্মটিতে মূলতঃ গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যায়নের মাধ্যমে পরিমাণগত সারণীও ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মে অনুসৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হচ্ছেঃ

প্রথমত, প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা জরীপের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা, জার্নাল, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বই পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে বাংলাদেশের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস, নির্বাচন কমিশন অফিস-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, আইনসভা, মন্ত্রীসভা, এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় ও নিম্ন পর্যায়কে ঘটনা (কেইস) হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে নারী প্রতিনিধিত্বের হার তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, তথ্য শ্রেণীকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিষয় ও সময় অনুযায়ী শ্রেণীকৃত করা হয়েছে এবং শ্রেণীকৃত তথ্যাবলী গুণগত ভাবে তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণের এককসমূহ

রাজনীতি মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা। প্রতিটি মানুষই কোননা কোন ভাবে, কোন কোন সময়ে কোন না কোন ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জড়িত হয় (ধল, ১৯৯৫: ১)। সুতরাং মানুষ হিসাবে নারীও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়। আর রাজনৈতিক দল হলো জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। দলই নানাবিধ কার্যক্রম দ্বারা দলীয় নীতি ও প্রার্থীর পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনে নিজস্ব প্রার্থী জাতীয় সংসদে প্রেরণের প্রয়াস নেয়। সুতরাং রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক দলে নারীর অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঙ্গে তাদের সংসদে উপস্থিতি বা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতার সমীকরণ করা যায়। রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক হলো আইনসভায় তার প্রতিনিধিত্ব। আইনসভা ও বিশেষভাবে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নির্বাহী সংস্থার স্তরে নারীর উপস্থিতি নারীর রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল অস্তিত্বের মাপকাঠি। আর ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাজনীতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরের পদে এবং আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব থাকলে তারা অনেক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যেমনঃ

রাজনৈতিক অগ্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ করা; নতুন ধরনের বিষয় রাজনৈতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসা যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায় ও সেসব বিষয়ে করণীয় নির্দেশ করে; এবং মূল রাজনৈতিক এজেন্ডায় নতুন প্রেক্ষিত সংযোজন করা, প্রভৃতি (UN, 1995:82)। ফলে নারীর স্বার্থ ও সমস্যাকে জাতীয় স্বার্থ এবং সমস্যার অখন্ড অংশ হিসাবে দেখা ও নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গৃহিত হবে। তাই এ সকল ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নারী ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এলাকাসমূহ ঐতিহ্যগত ভাবেই পুরুষের সংরক্ষিত এলাকা হিসেবেই রয়ে গেছে, এবং নারীরা সরকারী পদসমূহে ধীরে ধীরে আসীন হতে শুরু করলেও উর্ধ্বতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা এখনও নিদারুণ ভাবে কম। এ ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর নেতৃত্বের একটি বৈশ্বিক চিত্র নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র : সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বিশ্ব প্রেক্ষাপট

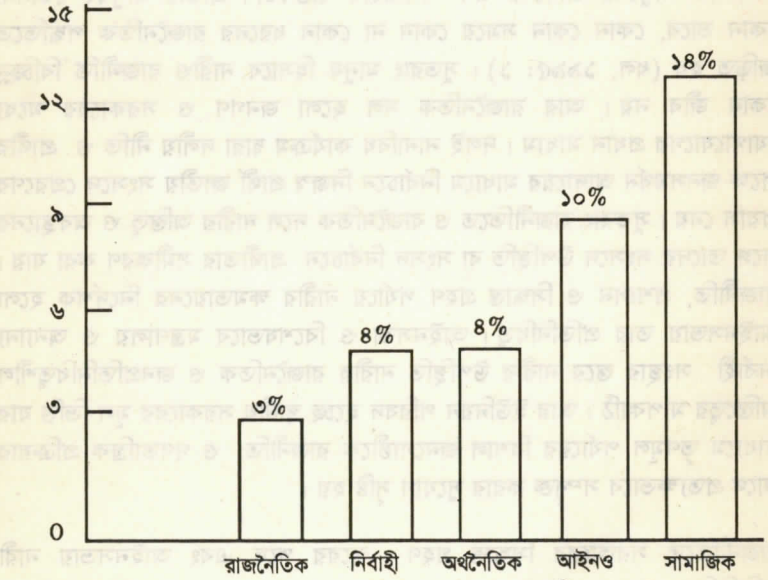

সূত্রঃ UN:(1996).

বিশ্বে মন্ত্রী পর্যায়ের মাত্র ৭% পদে নারীরা রয়েছেন। এই সামান্য সংখ্যার ভেতরেও তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবারসহ সামাজিক বিষয়ক ক্ষেত্রগুলোতে বেশীর ভাগ নিযুক্ত। বিশ্বে সামাজিক শ্রেণীর মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর মোট সংখ্যা ১৪% অথচ রাজনৈতিক মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর সংখ্যা ৩% এবং নির্বাহী পদে নারীর সংখ্যা ৪%। অর্থনৈতিক শ্রেণীতে মন্ত্রী পর্যায়ের পদে নারীর সংখ্যা ৪%। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কিছুটা ভালো, সেখানে ১০% পদে নারীরা রয়েছেন। সুতরাং রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ খুবই নগণ্য। আজও দুনিয়ার কোথাও নারীরা একজন পুরুষের মত পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা উপভোগ করে না (রহমান, ১৯৯৮ : ৫২)।

বাংলাদেশের চিত্র

(ক) রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে নারী

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে দুই নেত্রীর প্রাধান্য ও প্রচন্ড দৃশ্যমানতার পাশাপাশি বিরাজ করছে প্রায় নারী শূণ্যতা । স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়, সর্বস্তরে, বিশেষ ভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেই ব্যাপক, সংগঠিত বা সুসংহত নয় (Chowdhury, 1995: 16)। অর্থাৎ রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অবস্থানের যে বাস্তবতা তা পরস্পর বিরোধী। উপরিকাঠামোতে নারীর যে অবস্থান তা অধিকাঠামোতে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক ক্ষেত্রে নারী প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত। রাজনীতি অঙ্গনে নারীর এই প্রান্তিক অবস্থান মূলতঃ পরিবার ও সমাজে তাদের অধস্তন অবস্থানের প্রতিফলন। যার ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশ হয় গৌণ কিংবা অদৃশ্য।

ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা যে তিনটি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না সেগুলো হলোঃ (ক) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা (খ) কম শিক্ষিত এবং (গ) হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব যা সংস্কার থেকে সংক্রামিত হয়। মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না বা করে না কারণ তারা পরিবারকেন্দ্রিক গৃহকর্তার মতে ভোটদান করে, রাজনীতি করলে "অথোরিটারিয়ান ফিগার" হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য পরিবারভিত্তিক এবং শিশুকল্যাণ বিষয়ের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ (Bambewala, 1983: 2)।

রাজনীতির কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের সমাজে নারী চরিত্রে আরোপিত গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কোন বাধাধরা সময়সীমা নেই, রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য অবারিত চলাচল ও সম্পর্ক স্থাপন যা আমাদের সমাজের সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিপন্থী। নারীর বহুমাত্রিক পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, শিক্ষার অভাব সর্বোপরি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রাজনীতির অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি ও সম্ভাবনাকে দুর্বল করে রাখে। এছাড়া নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অভাব সমাজের সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক সীমাবদ্ধতা তৈরী করে। এছাড়াও নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং সমর্থনের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে তার প্রতিফলন সমাজে নেই বরং এক ধরনের দ্বৈততা প্রতিফলিত, ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটি অবলোকনেও বিষয়টি স্পষ্ট যে নারী শুধু রাজনীতিতে নয়, রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। নীচের সারণী বিষয়টির সত্যতা তুলে ধরে (সারণী-১)।

সারণী-১ঃ প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	৩৬	৫
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৪	৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৪	১
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামাতে ইসলাম	মজলিশ -ই- শুরা	-	০
	মজলিশ-ই - আমলা	-	০

সূত্র ঃ রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহীত: ৩রা জুন ১৯৯৯।

উল্লেখ্য যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমান সরকার অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয়, তাদের এ আন্তরিকতার প্রকাশ নারী বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও কার্যনিবাহী সংসদের তালিকা অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দলীয় পর্যায়ে নেই। যেমনঃ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হবে, ১) সভাপতি, ২) সভাপতিমন্ডলী, ৩) সাধারণ সম্পাদক, ৪)

সম্পাদকমন্ডলী, ৫) কোষাধ্যক্ষ, এবং ৬) ২৯ জন সদস্য সমন্বয়ে। এক্ষেত্রে সভাপতি, আমরা জানি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সভাপতিমন্ডলীর মধ্যে আছেন মাত্র দুই জন মহিলা, আর সম্পাদক মন্ডলীর মধ্যে আছেন দুই জন মহিলা। এছাড়া দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে আর কোন মহিলা নেই। এমনকি মহিলা সম্পাদিকা কে? সে বিষয়ে কোন নাম নেই (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১৯৯৭)। বিষয়টি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের দিকে থেকে "নেতিবাচক" বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক উদ্যোগকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করার জন্য দলীয় পর্যায়ে উল্লেখ্যযাগ্য অনুপাতে নারী সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন।

উপরের চিত্র থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক দলে অধিক হারে নারীর অংশ গ্রহণ না থাকায় প্রক্রিয়াগত ভাবে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার পত্র বা ঘোষণা পত্রে নারীর সমস্যা রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়নি, ফলে কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোন ভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সম্পর্কে দলে কোন এজেন্ডা নেই, নেই কোন কর্ম পরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচীতে জেন্ডার সমতার প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন আওয়ামী লীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার পর্যাক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। বামপন্থী দলসমূহ স্বীকার করে যে, জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জামাত -এ-ইসলামী জেন্ডার সমতায় বিশ্বাস করে না। উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। বিষয়টি পরিস্কার যে, বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলেই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী পুরুষ সমানাধিকার অর্জনের জন্য নারীর অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ রাজনীতির ভাষায় (Political discourse) সন্নিবেশিত হয়নি। সুতরাং এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, কারণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত বলে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নারীর সার্বিক অর্ধস্তনতার সূচক। আবার নারীর অধস্তনতা যে সমাজে প্রায় সর্বস্তরে গৃহীত এবং যে সমাজে পরিবেশগত ভাবে নারীর সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, সে সমাজে নারীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সীমিত এবং রাষ্ট্রীয়

নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ (নাজমা ও অন্যান্য, ১৯৯২: ৪৬-৪৭) । সুতরাং নারীকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় (Main stream) সম্পৃক্ত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজনৈতিক দলই প্রধান চালিকা শক্তি, সুতরাং নারীর রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং রাজনীতির পরিমন্ডলে নারী সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে নারীর রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই মর্যাদার ভিত্তিতেই তারা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারেন এবং তার মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। তা না হলে নারীরা যা পারেন তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দয়া দাক্ষিণ্যেরই ফলশ্রুতি (Menon, 1994ঃ 39)।

রাজনীতি পুরুষ প্রধান এবং পুরুষ কেন্দ্রিক, বা এনড্রোসেনট্রিক। পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রনীতিতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজন সংযোজিত ও প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা সাধারণতঃ ক্ষীণ থাকে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে অত্যন্ত অপ্রতুল হারে প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত পাবলিক পলিসি সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত পুরুষের এখতিয়ারে রয়ে যায়, যাদের এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরূপ আগ্রহ নাও থাকতে পারে (DAW : 1990 21)। ফলে রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে নারীর অধস্তনতা রিএনফোর্সড হচ্ছে বা জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা নীতি গৃহীত হচ্ছে না (Chowdhury, 1995: 19) এবং এটি স্বতসিদ্ধ যে, কোন অসুবিধা ভোগী শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অতাবশ্যক (Chowdhury and Almasud, 1997 : 65)। অতএব রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ যেমন একদিকে প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পৃথক নারী সংগঠনের যার মাধ্যমে নারী সমস্যার কর্মসূচী নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। উপরন্তু সার্বিক বিচারে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও বৃহত্তর পরিসরে সমাজকে নারীর সমস্যা ও সমাধানে সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সেসব নারীর ওপর বর্তায় যারা এই পুরুষ শাসিত সমাজে নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করেছেন।

(খ) আই ন সভায় নারী

বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সমন্বয়ে গঠিত। সংসদে বর্তমানে ৩০০টি সাধারণ আসনের অতিরিক্ত ৩০টি সংরক্ষিত আসনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার গোড়পত্তন ঘটেছিল ১৯৭২ সালে । রাজনীতিতে আসতে নারীদের মধ্যে উৎসাহ যোগানো এবং

পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সে সময় সংবিধানে ১০ বৎসরের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণের বিধি সংযুক্ত হয়। উল্লেখিত বিধি অনুযায়ী সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত ৩০০ সদস্য সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এই বিশেষ সুবিধা ১৯৭৮ সালে ১৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। এ সময়ে আসন সংখ্যাও উন্নীত করা হয় ৩০এ । পরবর্তীতে আরেক দফা সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বেড়েছে, যা ২০০১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

প্রথম সংসদ থেকে বর্তমানের সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬৬ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। সংসদীয় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে নারীর আগমন ত্বরান্বিত করেছে এমন কথা বলা যায় না। এ মুহূর্তে জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ রয়েছেন মাত্র ৭জন। ১৯৯১ এর সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী ছিলেন ৫জন। অর্থ্যাৎ বৃদ্ধির হার খুব কম। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নারীদের নির্বাচন মূলতঃ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত । ফলে নারী সাংসদগণ দেশের সমাজের কাজে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন না। তাই প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিম্নহার লক্ষ্য করা গেলেও ১৯৭৩-১৯৯৬ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচাক ধারা লক্ষ্যণীয়। বিগত বৎসরগুলির নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী প্রার্থী ক্রমান্বয়ে ভোটারদের কাছে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। নীচের সারণীতে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হলো (উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬)।

সারণী-২ঃ সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে নারী জয় লাভ করেছে	উপর্বিচানে নারী জয়লাভ করেছে	মোট নারী জয়লাভ কারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে নারী আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	-	-
১৯৯১	১.৫	*৮	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	*১১	২	৭	৩০	১১.২১

*শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

সূত্র ঃ নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬, নারী ও উন্নয়ন ।

১৯৯৬ সনের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন। এর মধ্যে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ৩৬ জন নারী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৪ জন, বি.এন.পি ৩ জন, জাতীয় পার্টি ৩ জন, গণফোরাম ৭ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছিলো (হোসেন, ১৯৯৮ঃ৭) সারণী ৩- এ ১২ই জুনের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হলো (উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬)।

সারণী-৩ঃ ১২ই জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪
বি. এন. পি	৩০০	৩
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩
ন্যাপ মোজাফ্ফর	১২৮	১
জাসদ (ইনু)	-	১
জাসদ (রব)	-	৭
গণফোরাম	-	১
বাংলাদেশ সামাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	-	২
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন	-	১
ভাসানী ফ্রন্ট	-	১
জাতীয় জনতা পার্টি	-	৪
বাংলাদেশ পিপল্‌স পাটি	-	২
জনদল	-	১
স্বতন্ত্র	-	৫
মোট	১০২৮	৩৬

সূত্রঃ নারী বার্তা, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৯৬ উইমেন ফর উইমেন।

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র গণফোরাম ছাড়া অন্যান্য দলগুলো নারী প্রার্থী তেমন দেয়নি। প্রধান ৪টি দলের মধ্যে তিনটি দল- আওয়ামী লীগ শতকরা ১.৩ এবং অন্য দুটি দল বি.এন.পি এবং জাতীয় পার্টি শতকরা ১ভাগ নারীকে দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয় যা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের নেতিবাচক একটি দিক। নির্বাচনে নারীরা জয় লাভ করতে সক্ষম হবেন কিনা, এ বিশ্বাস এখনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। যেখানে নারী সংগঠনগুলো শতকরা ১০ অথবা ১৫ ভাগের জন্য আন্দোলন, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা করছে সেখানে শতকরা একভাগ অথবা একভাগের সামান্য কিছু বেশী নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার অর্থই হলো নারীদের ওপর এখনও রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসেবে আস্থা রাখতে পারছে না। অথচ লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৪ জন পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থ্যাৎ ৬৮.৫ শতাংশের। অন্যদিকে মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলকার ৩০টিতে অর্থ্যাৎ শতকরা ৬২.৬ জন নারীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কাজেই এখনো জামানত বাজেয়াপ্তের দিক থেকে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম আছেন। অন্যদিকে শেখ হাসিনা একটি কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন শতকরা ৯২.১৮ ভাগ (হোসেন, ১৯৯৮)। অতএব রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে নারী নিজের যোগ্যতার পরিচয় তুলে ধরছে এখন প্রয়োজন কেবল নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন

সরাসরি নির্বাচিত না হলে জবাবদিহিতা থাকে না। অর্থ্যাৎ নারী সাংসদগণ নিজেদেরকে দেশের নারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ মনে করেন না। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা বেশী, কারণ সহজেই মনোনীত সদস্যদের সংসদে দাবিয়ে রাখা যায়। সুতরাং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন। বাংলাদেশ আইন মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিল তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। তবে নারীরা যেহেতু রাজনীতিতে পুরুষের অনেক পরে এসেছে এবং রাজনীতি যেহেতু এখনও টাকা ও অস্ত্রের খেলা তাই বাস্তব বিবেচনায় এ বিষয়ে নারী সংগঠনগুলোর কিছু ভিন্নমত ও সুপারিশ আছে। যেমন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবি সংরক্ষিত আসন বাড়িয়ে ৬৪টি করা হোক। এতে প্রতি জেলায় অন্তত একজন নারী প্রতিনিধি থাকবে। উইমেন ফর উইমেনও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছে। এ সংগঠন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচনের পক্ষপাতী। নারীপক্ষ সংরক্ষিত আসন বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নে মহিলা কোটা আরোপের সুপারিশ করেছে (অনন্যা, ১৯৯৮)। যেহেতু

বর্তমান সপ্তম সংসদ নারীর সংরক্ষিত আসনের শেষ সংসদ। এ কারণে এই মুহূর্তে মহিলা আসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও বেশী জরুরী।

(গ) মন্ত্রী সভায় নারী

বর্তমানে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ চারজন মহিলা মন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রীগণ "নরম" বা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে সচরাচর বিবেচিত এমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। মেয়েলি বা ফেমিনিন বিষয় বলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও চিহ্নিত এমন সব মন্ত্রণালয়ের মহিলা মন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটেছে বাংলাদেশে। যথা সমাজকল্যাণ, মহিলা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কো-অপারেটিভ ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি। সুতরাং বিশ্বব্যাপী নারীমন্ত্রীদের দায়িত্বের "ক্ষেত্রে নরম" বা গুরুত্বপূর্ণ নয় এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টনের প্রবণতা বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বি.এন.পি'র প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। বর্তমান সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য তিন জন মন্ত্রীর একজন কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রাণালয়ে, একজন বন ও পরিবেশ মন্ত্রাণালয়ে এবং আরেক জন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী। সুতরাং বাংলাদেশে মন্ত্রী সভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী এখন স্টেরিও টাইপ বা চিরাচরিত ছাঁচের বাইরে পা রেখেছেন। সারণী-৪ এ ১৯৭২-১৯৯৭ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীদের শতকরা হার তুলে ধরা হল (সুলতানা, ১৯৯৮: ৫৭)।

সারণী - ৪ঃ মন্ত্রী সভায় নারী অংশগ্রহণের হার

সময় কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৭৫	৫০	০২	০৪
বি. এন. পি সরকার ১৯৭৬-৮২	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-৯০	১৩৩	০৪	০৩
বি. এন. পি সরকার ১৯৯১-৯৫	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-অদ্যাবধি	২৪	০৪	০১৬

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য প্রবন্ধকার কর্তৃক নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে সংগৃহিত, ১৯৯৯।

উপরের সারণী থেকে এটি স্পষ্ট যে, জেন্ডারভিত্তিক ভাবে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল- দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়। এর সাথে মন্ত্রী পরিষদে তাদের দুর্বল অবস্থানের একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী

আধুনিক কালে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রশাসনের সাথেই বেশী জড়িত। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে নারী তেমন একটা নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকালে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চকণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে কেবল একটি অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাই নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটিজিতে (Nairoby Forward-looking Strategies) সত্যিকার ভাবে সমতাকে নারীর জন্য বাস্তবতায় পরিণত করতে হলে পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতায় সমান অংশীদারিত্ব একটি মূল কৌশল (Jahan and et al. 1995) বলে বিবেচিত হয়, যা BPFA বা বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশান ঘোষিত নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। সারণী-৫ এ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী অংশ গ্রহণের হার তুলে ধরা হলো।

সারণী- ৫ঃ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের নারী অংশগ্রহণের হার

পদ	পরুষ	নারী	মোট	%
সচিব	৪৮ জন	১ জন	৪৯ জন	২.০৮
অতিরিক্ত সচিব	৫৫ জন	১ জন	৫৬ জন	১.৮১
যুগ্ম সচিব	২৭২ জন	৩ জন	২৭৫ জন	১০১০
উপসচিব	৬৪২ জন	৬ জন	৬৪৮ জন	০.৯৩

সূত্রঃ লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত; ৩রা জুন ১৯৯৯।

বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত। বর্তমানে ২৯টি ক্যাডারে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২৬৭ এবং পুরুষের সংখ্যা ২৪,৮৩৫ জন। নিচের সারণীতে সরকারী প্রশাসনে নারী অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হলো (রহমান, ১৯৯৮: ১৩, রহমান, ১৯৯৮ঃ ৯)।

সারণী - ৬ঃ সরকারী চাকুরীতে নারী অংশগ্রহণের হার

সরকারী চাকুরীতে নারী	১৯৮৮ সন	১৯৯৩ সন	১৯৯৭ সন
প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৫৪%	৭.৪৭%	৭.৫৪%
দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৬.৩%	৭.৪৬%	৮.০৬%
তৃতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৯৫%	১১.৫৮%	১০.৬৬%

সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯৯৮।

উপরের সারণীতে সিদ্ধন্ত গ্রহণে নারী অংশগ্রহণের একটি ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে এখনো কোন নারী অধিষ্ঠিত হয়নি। সারণী-৭ এ বিচার বিভাগীয় ক্যাডারে নারী অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হলো (Morshed, 1998)। অতি সাম্প্রতিক কালে পুলিশের উচ্চপদে চারজন মহিলা এস.পি. হয়েছেন (সারণী-৮)।

সারণী- ৭ বিচার বিভাগে নারী অংশগ্রহণ

কোর্টের প্রকার ভেদ	পুরুষ		নারী	
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
সুপ্রিম কোর্ট	১৩	-	-	-
ট্রাইবুনাল কোর্ট	০৮	-	০২	-
জজ কোর্ট	৫০৫	১৬	৪০	-
মেজিষ্ট্রেসি	২০০০	-	১৯২	-

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট , ১৯৯৫

সারণী -৮ ঃ পুলিশ প্রশাসনে নারী

পদমর্যদা	পুরুষ	নারী
প্রথম শ্রেণী	৭৩২	১২
দ্বিতীয় শ্রেণী	২২৫	২৫
কনস্টেবল	৭৯৮৫৯	২২০
মোট	৮০৮১৬	২৫৭

সূত্রঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট ১৯৯৫।

পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচনে কমিশনের উচ্চ পদে কোন নারী নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে কোন নারী এখনো অধিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রদূত পদে একজন নারী বর্তমানে দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন। কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন নারী আছেন। সেনাবাহিনীতে একজন নারীকে বিগ্রেডিয়ার পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক অবস্থা অবলোকনে এটি প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নারীর উপস্থিতি এখনও নগণ্য। এদের সংখ্যা দশ শতাংশেরও কম। অথচ বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং নিম্ন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত আছে কিন্তু এ কোটাও পূরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণের স্বরূপ সন্ধানের এই প্রচেষ্টা থেকে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার

প্রায় সর্বাংশেই পুরুষরা নিয়োজিত। সরকারী নীতি-নির্ধারণে নারীর প্রেক্ষিত ও সমস্যাসমূহ পুরুষ সঠিক ও পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলনে সক্ষম নয়, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদে নারী

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রাতিগ ক্ষমতার একটি প্রশাসনিক স্তর হলো স্থানীয় সরকার যার মূলভিত্তি ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠির রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম সোপান হল ইউনিয়ন পরিষদ। তাই স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠিকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭) নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট অর্জন । ৯৭'এর নির্বাচনসহ বিগত নির্বাচনগুলোতে নারী প্রার্থীদের অবস্থান কোথায় ছিল তা সারণী-৯ এ তুলে ধরা হলো (Qadir, 1994: 6)।

সারণী ৯ঃ ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণের হার

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সন
১৯৭৩	৪৩৫২	---	১
১৯৭৭	৪৩৫২	---	৪
১৯৮৪	৪৪০০	---	৪+২=৬
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১(১%প্রায়)
১৯৯৩*	৪৪৫০	১১৫	১৩+১১=২৪
১৯৯৭**		---	২০

সূত্রঃ * নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও ডঃ সৈয়দা রওশন কাদির এর প্রবন্ধ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ই মে ১৯৯৮।

শতবর্ষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ২৭ বছরে সর্বমোট ৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, বর্তমানে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন ২০জন, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮

জন নির্বাচিত হয়েছেন। '৯৭ নির্বাচনে যে কারণে বৈশিষ্টপূর্ণ তাহলো সেবারই একজন নারী প্রার্থী পাড়ার পুরুষদের কাছে নিজের জন্য ভোট চেয়েছেন। নির্বাচনী এই "চাওয়ার সামাজিক প্রভাব সুদূর প্রসারী কারণ পুরুষ নারীকে চিরদিন যে ভূমিকায় দেখে অভ্যস্ত এর মধ্যে দিয়ে সে দৃশ্যপট পাল্টে যাচ্ছে"। পূর্বের তুলনায় সেবারই গ্রামে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশী ছিল। নির্বাচনের পরবর্তী দৃশ্য "চিরদিন নারী দুঃখের কথা বলেছে, অভিযোগ করেছে, শুনেছে পুরুষ। এখন নারীও অভিযোগ শোনে। তার কাছেও বিচার চায় মানুষ" (জনকণ্ঠ, ১০মে ১৯৯৮)। সুতরাং নারীর অগ্রযাত্রায় এটি নতুন সংযোজন। তবে বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে মহিলা সদস্যগণ সভায় উপস্থিত কেন সীমিত পরিমাণে, উপস্থিত থাকলে তাদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া হয় না। সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবস্থান প্রান্তিক।

মতামত ও সুপারিশমালা

সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ বিষয়টি পরিস্কার, যদিও বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ (ধারা ৩৬-৩৯) সকল মৌলিক অধিকারসহ, জন প্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেনি (ধারা ৬৬-১২২), সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান করেছে (ধারা ৬৫) এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নারীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের নিশ্চিয়তা প্রদান করেছে (ধারা-৯), সংবিধান জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বির্ধৃত করেছে (ধারা ৯), মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রদান করেছে (GOB, 1991) তথাপি বাংলাদেশ "প্যাটিয়ার্কাল" বা পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রই রয়ে গেছে । কারণ সরকারের বিভিন্ন স্ত রের অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব ব্যাপকভাবে কম, এবং আইনসভায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে অগ্রগতি বলতে গেলে প্রায় নেই। নির্বাচক জনগোষ্ঠীর অর্ধেক যদিও নারী এবং নারীরা ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হবার অধিকার অর্জন করেছে তবু জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাসমূহে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারীর সংখ্যা এখনো অব্যাহতভাবে অনেক কম। ফলে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও সরকারী কাঠামোয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এখনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভূমিকা পালনে সক্ষম

হচ্ছেন না। অর্থাৎ নারী রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে সমঅধিকার চর্চার অধিকারী নন।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নানামুখী উদ্দ্যোগে সরকারের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় কর্ম পদ্ধতি (ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশান) ঘোষণা করেছে। পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) মাক্রো ফ্রেমওয়ার্কে জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে (কাদির, ১৯৯৮)। তবে শুধু মাত্র উদ্যোগ গ্রহণই যথেষ্ট নয়, গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতা ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও সক্রিয় থাকতে হবে। যাতে করে যথার্থই রাজনীতি, প্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ কার্যকর হয়।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

অষ্ট্রেলিয়া নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সবসময়ই গুরুত্ব প্রদান করে আসছে যা বেইজিং সম্মেলনে প্রশংসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এদেশটিতে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক "রেজিষ্টার অফ উইমেন" নামে ডাটাবেস প্রস্তুত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাতে দেশব্যাপী কর্মেচ্ছু বেকার মহিলাদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থায় পাঠানো হয়। কম্পিউটারের যুগে এটা এমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় এবং বাংলাদেশের পক্ষেও এটি সম্ভব। এছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার ইক্যুয়াল অপুরচ্যনিটি ফর উইমেন এ্যাক্ট (Equal Opportunity for Women ACT) ১৯৮৬ সাল থেকে কার্যকর রয়েছে।

আর্জেন্টিনায় ১৯৯৩ সালের "কোটা" ল অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দল জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে, নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ভাগ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন না দিলে পার্টির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায় । এবং এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পার্লামেন্টে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা শতকরা ২৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

ইতালি দেশের প্রথম ওমবুডসম্যান (ombudsman) অর্থ্যাৎ ন্যায়পাল হিসেবে একজন মহিলাকে নিয়োগ করেছে এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর ইক্যুয়ালিটি এন্ড ইক্যুয়াল অপরচুনিটি (National Commission for Equality and Equal Opportunity) স্থাপিত হয়েছে। এসব উদাহরণ থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট শিক্ষা নিতে পারে। উল্লেখ্য নামিবিয়া মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছে (খান, ১৯৯৭:৫)।

পরবর্তী করণীয়

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন । কারণ যে কোন প্লাটফর্মে প্রভাব বিস্তার করতে হলে তা রাজনীতির মাধ্যমেই করতে হবে। নারীর সমস্যাকে রাজনীতির ভাষায় সন্নিবেশিত করার জন্য নারীকে আরো অধিক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। নারী সমস্যার কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব সমস্যার বিশেষ দিকেগুলো চিহ্নিত করাও সেগুলো সমাধানের জন্য স্পষ্ট চিন্তাভাবনাও কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য নারীকেই ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে মনোনীত নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আর্থিক এবং সাংগঠনিক সহায়তা দান করতে হবে। রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রের রাজনীতির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। অধিকন্তু রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসেতে হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কোন দলের লিখিত কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কোন ব্যবস্থা বা কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলের নারী সদস্য সংখ্যা শীর্ষক সারণী থেকে লক্ষণীয় যে প্রতিটি দলের স্থায়ী কমিটি বা প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েটে এবং কার্যনিবাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা নগণ্য। অর্থ্যাৎ দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণের পর্যায়ে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে আরো অধিক সংখ্যায় নারীকে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য ন্যূনতম সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। রাজনীতি তথা

নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীকে অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইসতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবি দাওয়া সন্নিবেশিত হতে হবে এবং সম্ভব হলে খাতওয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা বা নিরসনের দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

আইন সভায় কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচন প্রয়োজন । এ মুহূর্তে বর্তমান সপ্তম সংসদই নারীর সংরক্ষিত আসনের শেষ সংসদ। অতএব রাজনৈতিক দলগুলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। যেহেতু নির্বাচনে এখনো নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ কম, তাই জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সংখ্যা জেলাভিত্তিকভাবে ৬৪টি করা প্রয়োজন। এতে সদস্যগণ একক সদস্য ভৌগোলিক নিবার্চনী এলাকার ভিত্তিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসবে। অর্থ্যাৎ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীদের সমর্থনের ভিত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। যেহেতু আসন সংরক্ষিত থাকবে সেহেতু পুরুষ প্রার্থীর সাথে অসমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেতে হবে না। তবে বৃহৎ সাধারণ আসন অপেক্ষা সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের বিকল্প প্রস্তাব উদ্ভাবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে আইন করে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী মনোনয়নে অন্তত ২৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। এ অবস্থা নিরসনকল্পে মন্ত্রীপরিষদে উল্লেখযোগ্য অনুপাতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থ্যাৎ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অধিক হারে, ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে সকল পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনের বোর্ডে অন্তত ২৫ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধি প্রচলন করতে হবে। কেননা সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে নারীকে নিয়োগ দান করে সমাজে তাকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। অতি সম্প্রতি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্যের পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীকে নিয়োগ করতে হবে। প্রশাসক হিসেবে নারী তার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ রাখছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর পদচারণা সমাজের অন্য অংশের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে বেশী । তাই এসকল ক্ষেত্রে নারীকে

নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা হলে। সমাজে অনুকরণীয় রোল মডেল তৈরী হবে এবং নারীর নেতৃত্বমূলক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন' ৯৭ এর উল্লেখ্য যোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রথম বারের মতো প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন করে নারী প্রতিনিধি সরাসরি ভোটে মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে ১২৮২৮ জন নারী দেশের রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের কোন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচন এই প্রথম। নারীর যথাযোগ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যন্য সংযোজন। তাই এ সকল নারী সদস্যদের জন্য নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য এ সকল সদস্যদের উন্নয়ন কৌশল, সমাজ কাঠামো নির্মাণ, স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন কানুন, সামাজিক ও আইনগত অধিকার, হিসাব নিকাশ তথা সকল আধুনিক প্রযুক্তির বিষয় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এসকল কার্যক্রমে গণসংযোগ মাধ্যমগুলিসহ সকল এন, জি,ও এবং নারী সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাহলে এই দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনর্সান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

শিক্ষাই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান শর্ততাই অধিক হারে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং একই সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত করতে হবে। অধিকন্তু সকল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল স্তরে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সকলের মাঝে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার আলোই নারীর প্রতি সকল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক হবে। বিশ্বব্যাপী নারীর সমক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দাবী দৈহিক নয়, অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক। কাজেই প্রকৃত শিক্ষাই সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে সমকক্ষতা অর্জনে মনস্তাত্ত্বিক বা চেতনার স্তরে পরিবর্তন আনয়ন করে নারীকে প্রকৃত ক্ষমতায় ক্ষমাতায়িত করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

অনন্যা ১৯৯৮, বর্ষ, ১০, সংখ্যা- ২১। ঢাকা।

উইমেন ফর উইমেন (১৯৯৫) *নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান*। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

উইমেন ফর উইমেন (১৯৯৬) *নারী বার্তা* প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

কাদির, সৈয়দা রওশন (১৯৯৮) *স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যবলী*। স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য শীর্ষক উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন উপস্থাপিত, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৮।

খান, সালমা (১৯৯৭) বাংলাদেশে সিডও সনদের কার্যাকারিতা ও নারীর মর্যাদা । *ভোরের কাগজ*, ২৫শে আগষ্ট ১৯৯৭। ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭) *The Local Goverment (Union Parishads) Second Amendment (ACT 1997).* ঢাকা ঃ সরকারী মুদ্রণালয়।

চৌধুরী, নাজমা (১৯৯৪) *উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানারস* (খসড়া রিপোর্ট)।

চৌধুরী, নাজমা এবং অন্যান্য (১৯৯২) নারীর ক্ষমতায়ন।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন। ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই মে ১৯৯৮।

ধল, রবার্ট এ. (১৯৯৫) অধুনিক রাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (১৯৯৭) গঠনতন্ত্র, ১৯৯৭ইং পর্যন্ত সংশোধিত, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদ (১৯৯৭-২০০০) সদস্যবৃন্দের তালিকা দ্রষ্টব্য, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা, ৩রা জুন ১৯৯৯।

রহমান, অদিতি(১৯৯৮) প্রশাসনে নারী দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৮ *ঢাকা।*

রহমান, অদিতি(১৯৯৮) মেয়েরা এগোচ্ছো। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১০ নভেম্বর, ১৯৯৮।

রহমান, শাহীন (১৯৯৮) জেন্ডার প্রসঙ্গ। ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

সুলতানা, আবেদা (১৯৯৬) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ । *নারী বার্তা*, সংখ্যা -২। ঢাকা ঃ উইমেন ফর উইমেন।

হোসেন, শওকত আরা (১৯৯৮) নারীঃ রাজনৈতিক দল ও নর্বাচন । *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-২। ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন।

Bambewala. Usha (1993) Women in politics : sciology of non- participation. a paper presented in a seminar on Impact of urbanization on women's welfare. Nether Lands Association of University women. 1983. p.2

Chowdury, Dilara And Almasud Hasanuzzaman (1997) Political decision mak ing in Bangladesh. and the role of women. *Asian profile*. vol. 25. No. 1.

Chowdhury, Najma (1994) *Women's Participation in politiecs: marginalisation and related issues in Nazma Chowdhury and et. al. (eds) Women and politics. Dhaka: Women for Women*

DAW(1990) Women 2000: review and appraisal 1990. Vienna : Division for the Advancement of Women

FEMA(1996) *The Report of the Fair Montoring Alliance Bangladesh Parliamentary Election June. 12. 1996.* Dhaka: FEMA.

GOB(1991) *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, a*s modified up to 10th October, 1991.

Jahan,Roushanand etal. (1995) *Empowerment of women, Nairobi to Beijing (1985-1995).* Dhaka: Women for Women.

Menon, Rashed Khan (1994) "Political parties and women's agenda" Najma Chowdhury and et. al. (eds) Women and politics. Dhaka. Women for Women.

Morshed, SM. (1998) Comparative study on status of women workers in Bangladesh . Paper presented in a workshop on women workers orgasnised by ICFDU, -B.C Women committee in Dhaka. 22 June 1998.

Qadir, Sayeda Rowshan (1994) Participation of women at local level poiteics: problems and prospects in Najma Chowdhury and et. al. (eds). *Women and politics* . Dhaka: Women for Women

UN(1995) Report of the fourth world conference on women. Beijing, China. 17 October, 1995.

UN(1996) World wide Government Directory. Incorporate. United Nations: Division for the Advancement of Women.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নাং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ
1	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকাঃ ২০/০০
2	Bangladesh journal of Public Administration	40/00	TK.20/00
3	লোকপ্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ৭/৫০
4	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	TK.20/00
5	Career Planning in Bangladesh	102/00	TK. 60/00
6	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	TK..50/00
৭	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকাঃ ৬০/০০
8	Sustainability of Project for Higher Agricultural Education	40/00	TK.20/00
9	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	TK.20/00
10	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh	40/00	TK. 20/00
11	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	TK. 20/00
12	Handbook for the Magistrates	100/00	TK.50/00
13	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	১২৫/০০	টাকা ৬২/৫০
15	Bureaucracy in Bangladesh perspective	500/00	Tk. 250/00
16	Limiting the Role State---	100/00	TK.100/00

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক বাংলা জার্ণাল। এতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ নবীন লেখকদের বাংলা ভাষায় লিখিত লেখাসমূহ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে লেখা/প্রবন্ধ সাময়িকীতে প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

◆ প্রবন্ধ অবশ্যই স্বরচিত ও মৌলিক হতে হবে এবং অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রহণ করা হবে না। প্রেরিত লেখার সাথে এই মর্মে লেখককে একটি বিবৃতি দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধ সাদা কাগজে (A4 size) এক পৃষ্ঠায় ডাবল স্পেসে টাইপকৃত (কম্পিউটার কম্পোজ) হতে হবে। মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ কপি ও Diskette জমা দিতে হবে।

◆ প্রবন্ধের উপরে আলাদা কাগজে প্রবন্ধের বাংলা ও ইংরেজী শিরোনামসহ লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের অন্য কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

◆ প্রতিটি পাণ্ডলিপির সাথে অবশ্যই অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে ইংরেজীতে একটি নির্যাস (Abstract) থাকতে হবে।

◆ প্রবন্ধ অনধিক ৬০০০ (ছয় হাজার) শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; মুদ্রিত ২০(বিশ) পৃষ্ঠা।

◆ প্রবন্ধে পাদটীকা, তথ্য নির্দেশিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রমিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। লোকপ্রশাসন সাময়িকীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়ঃ

বইঃ Siddiqui, Kamal (1996) *Towards good governance in Bangladesh*. Dhaka: UPL.

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৯৬) *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যঃ স্বরূপ ও সমাধান*। ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী।

জার্নালঃ Khan, Akbar Ali (1989) Decentralization for rural development in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Public Administration*. 3(1): 1-40.

রহমান, মোঃ হাসিবুর (১৯৯৮) প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগঃ কতিপয় কৌশল। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*। ১২ঃ১২৯-১৩৭।

◆ পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

◆ মনোনীত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার জন্য ২০০(দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।